ব্রি ধান৯০

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৯০ এর কৌলিক সারি BR8535-2-1-2। কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর কর্তৃক রোপা আমন ২০০৭-০৮ মৌসুমে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস (PQR) উদ্ভাবন কার্যক্রমের আওতায় অগ্রগামী কৌলিক সারি BR7166-5B-1-RAN-1এবং BRRI dhan34 এর সাথে সংকরায়ন করে প্রাপ্ত F_1 এর সাথে BR7166-5B-1-RANG এর একবার ব্যাক ক্রস (পশ্চাৎ সংকরায়ন) করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ৫ বৎসর গবেষণা মাঠে ফলন পরীক্ষা করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটি ২০১৭ সালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা উপযোগী করা হয়। পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় ২০১৮ সালে দেশের ৯টি অঞ্চলে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা হয়। সারাদেশে ফলন পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৯ সালে নতুন জাত হিসাবে কৌলিক সারিটিকে অবমুক্ত করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১১০ সেমি।
- দানার আকার-আকৃতি ব্রি ধান৩৪ এর মত, তবে হালকা সুগন্ধ বিদ্যমান।
- কান্ড শক্ত, সহজে হেলে পড়েনা এবং ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে।
- ডিগ পাতা খাড়া ও ফুল প্রায় এক সাথে ফোটে বিধায় দেখতে খুব আকর্ষনীয় হয়।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১২.৭ গ্রাম।
- এ ধানের অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৩.২% এবং প্রোটিন ১০.৩%।

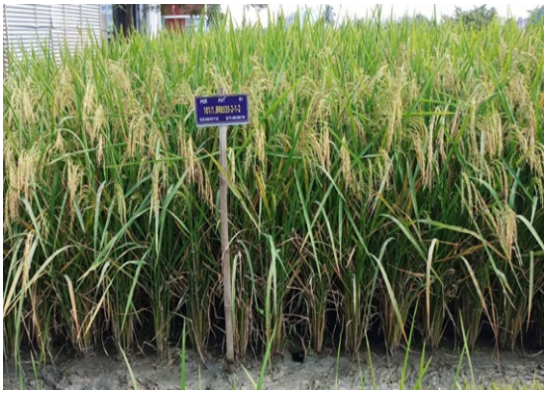

ব্রি ধান৯০

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৯০ এর জীবনকাল ব্রি ধান৩৪ এর চাইতে ২২ দিন কম এবং ফলন প্রতি হেক্টরে প্রায় ১.০-১.৪ টন বেশি। ব্রি ধান৯০ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কান্ড শক্ত, সহজে হেলে পড়েনা এবং ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে। ইউরিয়া সারের পরিমান কিছুটা কম প্রয়োজন হয়। তদুপরি এটি অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং পোলাও ভাত রান্নার উপযোগী উন্নতমানের একটি ধানের জাত।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১১৫-১২৫ দিন। গড় জীবন কাল ১২২ দিন।

ফলন

গড় ফলন ৪.৫ - ৫.০ টন/হেক্টর।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ৭ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ শে আষাঢ় থেকে ০৫ই শ্রাবণ।

২. **চারার বয়সঃ** ২০-২৫ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপণ করতে হবে।

৪. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গোছায় ২-৩টি করে।

৫. **চাষের উপযুক্ত জমিঃ** মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৬.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা সার (জিংক সালফেট)
২০	০৭	১০	০৬	১.০

৬.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমওপি তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন ঃ** রোপনের পর অন্তত ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৯. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৯০ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

১০. **ফসল পাকা ও কাটা ঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হতে নভেম্বরের ২য় সাপ্তাহ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd